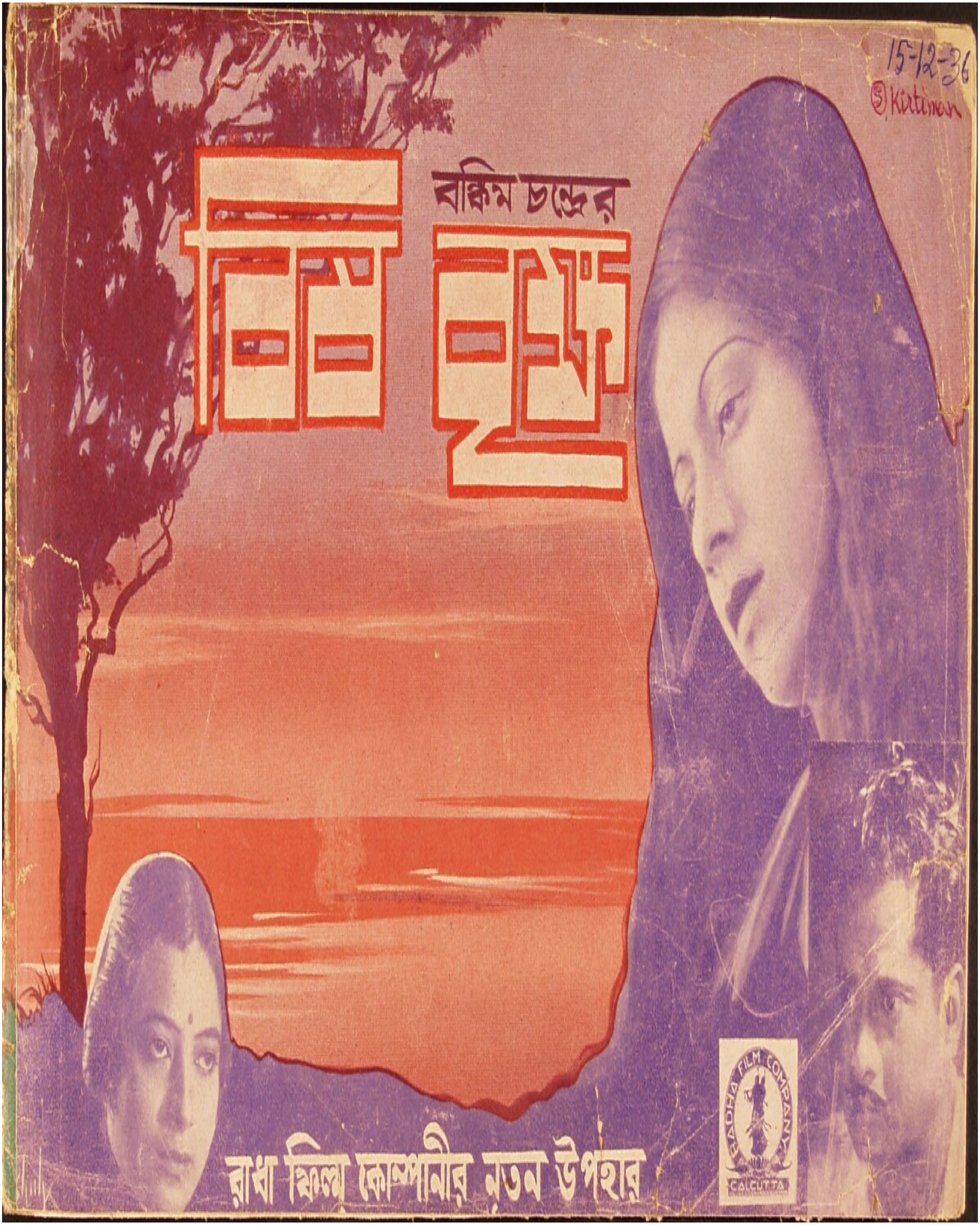
বঙ্কিম চন্দ্রের
বিষবৃক্ষ
রাধা ফিল্ম কোম্পানীর নূতন উপহার
RADHA FILM COMPANY
CALCUTTA

Released on 15-12-36 with Short film

Kirkman

"আমরা বিষবৃক্ষ সমাপ্ত করিলাম। ভরসা করি ইহাতে গৃহে-গৃহে অমৃত ফলিবে।" —বঙ্কিমচন্দ্র

রাধা ফিল্মসের নবতম-আলেখ্য

বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ-দান

বিষ বৃক্ষ

পূর্ণ থিয়েটার

ভবানীপুর

— পরিচয় —

নগেন্দ্র	...	জহর গাঙ্গুলী
দেবেন্দ্র	...	কুমার মিত্র
শ্রীশ	...	ভূমেন রায়
তারাচরণ	...	জানকী ভট্টাচার্য্য
হরদেব ঘোষাল	...	তুলসী চক্রবর্ত্তী
কালাচরণ	...	তারক বাগ্‌চী

ব্রহ্মচারী	...	সরোজ বাগ্‌চী
কবিরাজ	...	ফণীন্দ্রনাথ মিত্র
সূর্য্যমুখী	...	শান্তি গুপ্তা
কুন্দ	...	কাননবালা
কমলমণি	...	মীরা দত্ত
রেণু	...	রেণুকা রায়
হীরা	...	প্রমীলাবালা

— কর্ম্মী-সঙ্ঘ —

পরিচালক—

ফণী বর্ম্মা

সহকারী—জানকী ভট্টাচার্য্য

আলোক-শিল্পী—বীরেন দে

শব্দধর—নৃপেন পাল, ভূপেন ঘোষ

সঙ্গীত-রচয়িতা—অখিল নিয়োগী

সুর-শিল্পী—পৃথ্বীশ ভাদুড়ী কুমার মিত্র

চিত্র-পরিস্ফুটনকারী—অবনীকুমার রায়

চিত্র-সম্পাদক—রাজেন দাস

চিত্র-পরিবেশক—

প্রাইমা ফিল্মস্ লিমিটেড্

প্রাইমা ফিল্মসের সৌজন্যে বি, মান কর্ত্তৃক পূর্ণ থিয়েটারের প্রচার বিভাগের জন্য বিশেষ সংস্করণ প্রকাশিত ও ১৮নং বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ ওরিয়েণ্টাল প্রিন্টিং ওয়ার্কসে শ্রীগোষ্ঠ বিহারী দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বিষবৃক্ষ

[গল্পাংশ]

জমিদার নগেন দত্ত নৌকোযোগে কল্‌কাতায় আস্‌ছিলেন, পথে ভীষণ ঝড়-বৃষ্টির মাঝখানে নৌকো বানচাল হ'ল। কোনো রকমে তীরে নেমে আশ্রয়ের জন্যে তিনি গ্রামে ঢুক্‌লেন। সেখানে এক জীর্ণ-অট্টালিকায় আশ্রয় পেলেন বটে কিন্তু গৃহস্বামী সেই রাত্রেই মারা গেলেন। তার এক অনাথা মেয়ে—নাম কুন্দ। গ্রামের কেউ তাকে আশ্রয় দিতে চাইলে না। কল্‌কাতায় কুন্দের এক দূর সম্পর্কের মেসো আছে। তাকে সেইখানে পৌঁছে দিতে সকলে নগেন্দ্রকে অনুরোধ করলে।

নগেন্দ্র কুন্দকে নিয়ে কল্‌কাতায় তার বোন কমলমণির বাসায় উঠ্‌লেন। কমলমণির স্বামীর নাম শ্রীশ।

নগেন্দ্র সব কথা তার স্ত্রী সূর্য্যমুখীকে জানাতে তিনি লিখ্‌লেন—মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে যেতে।

কল্‌কাতার কাজ শেষ করে কুন্দকে নিয়ে নগেন্দ্র বাড়ী পৌঁছলেন।

সূর্য্যমুখীর দাইয়ের ছেলের নাম তারাচরণ। তিনি তাকে ভাইয়ের মত দেখেন। তিনি তারই সঙ্গে কুন্দর বিয়ে স্থির করলেন।

তারাচরণ পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের জমিদার দেবেন্দ্র দত্তের সঙ্গে মিশে বয়ে যাচ্ছিল। শুধু তাই নয়—সে স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্পর্কে যখন-তখন লম্বা 'লেক্‌চার' দিত।

সূর্য্যমুখীর চেষ্টায় তার সঙ্গে কুন্দর বিয়ে হয়ে গেল। এইবার দেবেন্দ্র দত্তের আড্ডার বন্ধুরা—স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা তুলে—তারাচরণের বৌকে দেখ্‌তে চাইলে। নিজের মান রাখতে তারাচরণ স্ত্রীর অনিচ্ছাতেও দেবেন্দ্র দত্ত ও তার দলবলকে বাড়ীতে ডেকে এনে বৌ দেখালে। লম্পট দেবেন্দ্র কুন্দকে দেখে মুগ্ধ হ'ল।

সূর্য্যমুখী এই কথা শুনে ভাইকে খুব শাসিয়ে দিলেন।

এর তিনবছর পর তারাচরণ মারা যেতে কুন্দ বিধবা হল। তখন সূর্য্যমুখী কুন্দকে নিজের কাছে এনে রাখ্‌লেন।

নগেন্দ্র দত্ত—নতুন করে কুন্দকে দেখে আত্মহারা হ'লেন। সূর্য্যমুখীর মত স্ত্রী থাক্‌তেও তিনি নিজের চিত্তকে কিছুতেই দমন করতে পারলেন না। এই সময় তিনি বিধবা-বিবাহে ভয়ানক উৎসাহী হয়ে উঠলেন।

ওদিকে লম্পট দেবেন্দ্র দত্ত কুন্দকে এখনো ভুল্‌তে পারেনি—তাই বষ্টুমীর ছদ্মবেশে গান গাইতে এসে কুন্দকে দেখে গেল এবং গোপনে তাকে বল্লে যে তার শাশুড়ী ফিরে এসেছে—তাকে একটি-বার দেখতে চায়। কুন্দ রাজী হ'ল না।

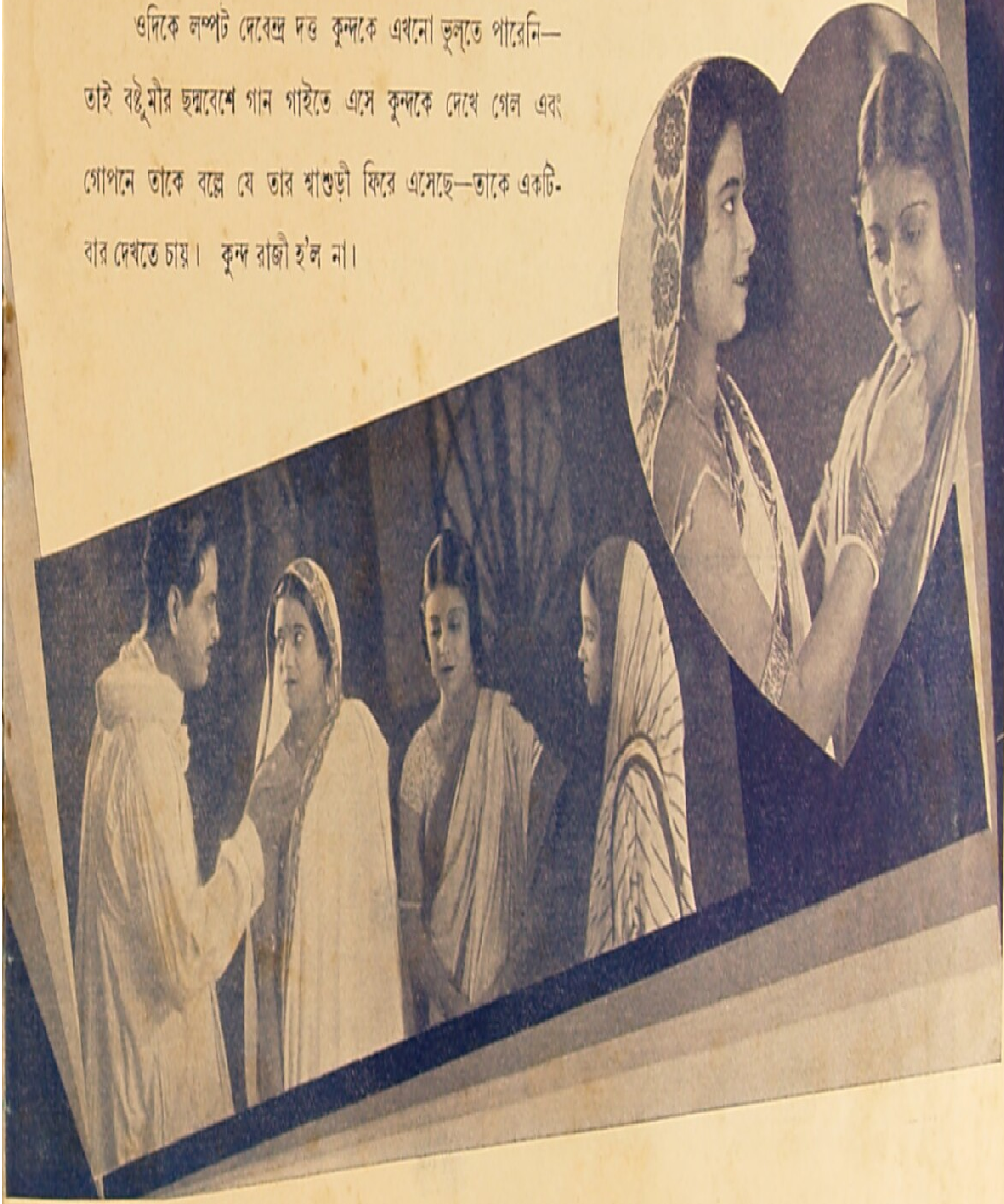

কুন্দর ওপর নগেন্দ্রের আসক্তির কথা জান্‌তে পেরে মনোকষ্টে সূর্য্যমুখী তাঁর ননদ কমলমণিকে আস্‌তে চিঠি লিখলেন। কমল এলো, কিন্তু কথাটা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করলে না। ইতিমধ্যে নগেন্দ্র দত্ত আবার বষ্টুমী হয়ে কুন্দকে দেখ্‌তে এলো।

বষ্টুমীকে কুন্দের সঙ্গে কথা বল্‌তে দেখে সূর্য্যমুখীর কেমন যেন সন্দেহ হ'ল। তিনি তার দাসী হীরাকে পাঠালেন খোঁজ নিতে।

কমলমণি কুন্দকে ডেকে নিয়ে তাকে তার সঙ্গে কল্‌কাতা যেতে অনুরোধ করল। প্রথমে সে রাজী হ'ল—কিন্তু পরে ভেবে দেখ্‌লে—নগেন্দ্রকে না দেখে সে থাক্‌তে পারবে না। কেননা সেও ইতিমধ্যে নগেন্দ্রকে ভালবেসে ফেলেছে। সে শেষকালে স্থির করলে জলে ডুবে সকল জ্বালা জুড়োবো। কিন্তু নগেন্দ্র দেখ্‌তে পেয়ে তাকে সে পথ থেকে ফেরালে।

এদিকে হীরার মুখে দেবেন্দ্র দত্তের আসল পরিচয় পেয়ে সূর্য্যমুখী কুন্দকে তিরস্কার করলেন।

কুন্দ—অন্ধকার রজনীতে মনের দুঃখে গৃহত্যাগ করল। কিন্তু হীরা তাকে তার কুটীরে আশ্রয় দিলে।

সে রাজী হ'ল্

ফেলেছে। সে শেষকাে

করলেন।

আশ্রয় দিলে।

এদিকে কুন্দর পলায়নে নগেন্দ্র দত্ত পৃথিবী আঁধার দেখলেন —এমন কি চিত্তের দৌর্ব্বল্যে তিনি সূর্য্যমুখীকে পর্যান্ত কটু কথা শোনালেন—এবং গৃহত্যাগ করতে সঙ্কল্প করলেন।

সূর্য্যমুখী একমাস সময় চাইলেন—তার ভেতরে তিনি কুন্দকে ফিরিয়ে

আন্‌বেন। হীরা ঝি সব জেনেও কিছু প্রকাশ করলে না। একদিন হঠাৎ রাত্রিযোগে দেবেন্দ্র দত্ত কুন্দের খোঁজে হীরার বাড়ীতে এলো—! কুন্দ দেবেন্দ্রের দুরভিসন্ধি বুঝ্‌তে পেরে স্থির করল—সে গ্রাম ছেড়ে পালাবে,—কিন্তু বড় ইচ্ছা নগেন্দ্রকে শেষ একবার দেখে যায়। কিন্তু সেখানে গিয়ে সূর্য্যমুখীর সাম্‌নে পড়ে গেল। সূর্য্যমুখী তাকে আবার বুকে টেনে নিলেন।

নগেন্দ্র এবার রূপে উন্মাদ। তিনি কুন্দকে বিবাহ করবেন স্থির করলেন। সূর্য্যমুখী স্বামীর সুখ হবে জেনে তাতে সম্মতি দিয়ে খবরটা কমলমণিকে জানিয়ে দিলেন। খবর পেয়ে শ্রীশকে নিয়ে কমলমণি এসে উপস্থিত। বিবাহের রাত্রে সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করলেন।

সূর্য্যমুখীকে হারিয়ে নগেন্দ্র এইবার তাঁর মূল্য বুঝ্‌তে পারলেন—এবং তাঁকে ফিরিয়ে আন্‌তে কৃত-সঙ্কল্প হয়ে গৃহত্যাগ করলেন।

অনেক অনুসন্ধানের পর নগেন্দ্র জান্‌তে পারলেন যে সূর্য্যমুখী গৃহদাহে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। তিনি অর্দ্ধোন্মাদের মতো কল্‌কাতায় গিয়ে শ্রীশকে সঙ্গে নিয়ে বিষয়-সম্পত্তির শেষ ব্যবস্থা করবার জন্যে দেশে ফিরে এলেন।

আর অভাগিনী কুন্দ! নগেন্দ্র তাকে ডেকে কুশল প্রশ্নও জিজ্ঞেস করলেন না!

সেদিন রাত্রে—নগেন্দ্র সূর্যামুখীর ঘরে শুয়ে আছেন·· হঠাৎ মনে হ'ল কে যেন এলো। ছুটে গিয়ে দেখেন···সূর্য্যমুখী···ফিরে এসেছেন · তিনি এখনও জীবিত······!

গৃহের একদিকে যখন আনন্দ কলরবে মুখরিত হঠাৎ সংবাদ এলো অভাগিনী কুন্দ বিষ খেয়েছে··! সবাই ছুটল তার শেষ শয্যা-পার্শ্বে।

স্বামীর কোলে মাথা রেখে সে শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে!

[সঙ্গীতাংশ]

— এক —

মাঝির গান

ও তুই কিসেরি ভার নিলিরে উদাসী
ও তোর ভারের চাপে নুইবে মাথা
শুকিয়ে যাবে মুখের হাসি!

বইতে নারিস নিজের বোঝা
পরের বোঝা মিছেই খোঁজা

এই ভার-বোঝা তোর কাল হ'ল ভাই—
এ ভার যে তোর সর্ব্বনাশী!

—হরেন্দ্র কুমার নন্দী

— দুই —

কুন্দর গান

প্রদীপ জ্বালার সাথেই এলো
নিকষ-কালো আঁধার ছেয়ে—
ঝড়ের হাওয়ায় কাঁপায় বাতি—
তড়িৎ-শিখা আস্‌ল ধেয়ে
প্রাণের বীণার গোপন তারে
সুর হারালাম অশ্রু-ধারে
কোন আলেয়ার হাত ইসারায়
কোথায় এলাম কি পথ বেয়ে!

—কাননবালা

— তিন —

কমলমণির গান

"সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম—
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো—
আকুল করিল মন-প্রাণ !
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো—
বদন ছাড়িতে নাহি পারে—
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে"

—মীরা দত্ত

— চার —

দেবেন দত্তের গান

"শ্রীমুখ-পঙ্কজ দেখ্‌ব বলেহে—তাই এসেছিলাম এ গোকুলে—
আমায় ঠাঁই দিও রাই চরণ তলে !
দেখব তোমায় নয়ন ভরে
তাই বাজাই বাঁশী ঘরে ঘরে !
যখন রাধে বলে বাজে বাঁশী
তখন নয়ন জলে আপনি ভাসি
ব্রজের সুখ রাই দিয়ে জলে—
বিকাইনু পদতলে
এখন চরণ-নূপুর বেঁধে গলে, পশিব যমুনা জলে।"

—কুমার মিত্র

— পাঁচ —

দেবেন দত্তের গান

"কাঁটা বনে তুলতে গেলাম কলঙ্কেরি ফুল
মাথায় পরলেম মালা গেঁথে, কানে পরলেম দুল!
মরি মরবো কাঁটা ফুটে, ফুলের মধু খাব লুটে
খুঁজে বেড়াই কোথায় ফোটে নবীন মুকুল।"

—কুমার মিত্র

— ছয় —

দেবেন দত্তের গান

"এসেছিল বক্‌না গরু পর-গোয়ালে জাব্‌না খেতে"

—কুমার মিত্র

— সাত —

দেবেন দত্তের গান

"আমার নাম হীরে মালিনী—
আমি থাকি রাধার কুঞ্জে, কুব্জা আমার ননদিনী"

—কুমার মিত্র

— আট —

নেপথ্য সঙ্গীত

ওরে ও স্রোতের ফুল—
জীবনের পথে চলিতে চলিতে আগাগোড়া হ'ল ভুল!
আবার সে কোন ভুলের নেশায়
উজান-পবনে কোথায় সে যায়
বেনো-জলে তুই পুনরায় এসে এই তীরে পাবি কূল!

--মৃণাল ঘোষ

রাধা ফিল্মের হাসির-ফানুষ

কীর্ত্তিমান

রচনা ও পরিচালনা—অখিল নিয়োগী

আলোক-শিল্পী - অচিন্ত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

শব্দধর—অবনী চট্টোপাধ্যায়

— পরিচয় —

ঠাকুর্দ্দা	...	তুলসী চক্রবর্ত্তী	পিশিমা	...	শ্রীমতী চপলা
বাপ	...	সন্তোষ দাস	ডাক্তার	...	জানকী ভট্টাচার্য্য
খোকা	...	অজিত চট্টোপাধ্যায়	কবিরাজ	...	তারক বাগ্চী
বন্ধু	...	পৃথ্বীশ ভাদুড়ী	লেডি ডাক্তার		শ্রীমতী মতিবালা
বৌ	...	শ্রীমতী লক্ষ্মী	বৃদ্ধ	...	ফণী মিত্র
বোন	...	শ্রীমতী রেবা	চাকর	...	হরেন নন্দী

কীর্ত্তিমান

ঠাকুর্দ্দার আদরের-দুলাল, বাপের মাথার-মণি—পিশিমার নয়ন-তারা—খোকা ....ঠাকুর্দ্দার পেন্‌সনের টাকা আন্‌তে গিয়ে কি করে রেস্ খেলে সমস্ত টাকা হারালো এবং তারপর কি কীর্ত্তি করে বস্‌ল তারি কৌতুক-কাহিনী ছবিতে দেখাই ভালো।

শীঘ্রই আসিতেছে !

শ্রীভারত লক্ষ্মীর

সুমধুর গীতি-চিত্র

—আলিবাবা—

শ্রেষ্ঠাংশে—সাধনা বসু

মধু বোসের অপূর্ব্ব প্রযোজনা